

200

49

৪৫২

## শিক্ষাঙ্গন

### নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের দায়িত্ব

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, রাজনীতি এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং আধুনিক পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতি হিসাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাই এর জন্য আমাদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

বাংলাদেশে প্রায় ২০% লোক শিক্ষিত। আমরা শিক্ষিত বলি ঐ সকল লোককে যারা অন্তত আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের চিঠিপত্র লিখতে, হিসাব-নিকাশ করতে বা বুঝতে পারে বা ছোটবেলায় কিছুদিন স্কুল বা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন

করেছিল। পৃথিবীর কোন দেশই নিরক্ষরতা দূরীকরণে অমনোযোগী নয়। স্বৈরাচারী শাসন হতে মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো তার সমস্যা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার সাথে সমাধান করছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক গত ২০ বছরে শিক্ষার মান শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। অথচ তুরস্ককে ইউরোপের রুন্ন দেশ বলা যেতে পারে।

প্রাইমারী স্কুল বা এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রতি আরো দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তার সাথে সাথে বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার ফল আস্তে আস্তে পাওয়া যায়। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার ফল সাথে সাথেই পাওয়া যায়

বা যাবে। অশিক্ষিত হয়ে মরাটা বড় লজ্জাকর।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বয়স্করা জীবিকা অর্জনের তাগিদে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারে না। অবশ্য মাতৃভাষার সাহায্যে সামান্য উদ্যোগেই কার্যকরী জ্ঞান তাদের পক্ষে সম্ভব। দেশের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে নিরক্ষরতা একটি অন্যতম সমস্যা। এর সমাধান এখনো আমরা করতে পারিনি। অন্ন ও বসরত সমস্যার সাথে সাথে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব জাতি ও রাষ্ট্রের রয়েছে। এ সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য সরকার ও দেশবাসীর অতিসত্বর তৎপর হওয়া উচিত। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিরক্ষর রেখে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত

করতে পারি না। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সহজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার নিয়োজিত কমিটি বাংলা ভাষা সহজ করতে ও সংস্কার সাধন করতে সুপারিশ করেছে। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি অবসর ও ছুটির সময় বয়স্ক শিক্ষার পশ্চাতে ব্যয় করে বা প্রাথমিক, এবতেদায়ী শিক্ষকগণ যদি অবসর সময় ও ছুটির সময় এ শিক্ষার পেছনে অন্তত কিছুটা সময় ব্যয় করেন তবে নিরক্ষরতার অন্ধকার অচিরেই আমরা দূর করতে সক্ষম হবো। আর সেদিনই আমাদের স্বাধীনতা সার্থক, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

—শামীম আজাদ  
আনোয়ার